সিনেমা ও সাহিত্য

Org:- Om Sostri Films
Registered under MSME, Govt. of India
REG – WB-14-0012169

বর্ষ ৫ ● সংখ্যা-১২ ● ২১ই জানুয়ারি, ২০২৬ ● বিশেষ সংখ্যা ● মূল্য-২ টাকা

স্বাধীন চলচ্চিত্র সংগঠন ওম স্বস্তি ফিল্মস (OSF)

স্বাধীন চলচ্চিত্র সংগঠন ওম স্বস্তি ফিল্মস (OSF)–এর ১৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২১শে ডিসেম্বর ২০২৫ রবিবার বারাসাত জেলা পরিষদ ভবনের নীলদর্পণ সভাকক্ষে এক বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ১২ জন চলচ্চিত্র পরিচালকের নির্মিত মোট ১৬টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার শ্রী দাস, চলচ্চিত্র পরিচালক নির্মাল্য বিশ্বাস, বাদল সরকার, চলচ্চিত্র পরিচালক ও আইনজীবী অ্যাডভোকেট বিক্রম দেব সেনগুপ্ত, অভিনেতা অগ্রদূত গুপ্ত, অভিনেত্রী চন্দনা রায় এবং সিনেমাটোগ্রাফার অমিত মুখার্জি। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে।

“সচ কি খোঁজ” সত্য, বিবেক ও সাহসের এক শক্তিশালী সিনেমাটিক যাত্রা

👉 পৃষ্ঠা-৪

চলচ্চিত্রের গল্প কখনো শেষ হয় না—নতুন স্বপ্নের জন্য পথ চলা অব্যাহত

আমাদের গল্প কখনো শেষ হয় না। ২০১৬ সাল থেকে ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব যেভাবে পথ চলেছে, তেমনি নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে। গত ৩০ শে আগস্ট ২০২৫, ঋতুপর্ণ ঘোষের স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১১তম ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক অনলাইন চলচ্চিত্র উৎসব। অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা তাদের সৃষ্টিশীলতা ও প্রতিভা দিয়ে মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং স্বীকৃতি পেয়েছেন।“শেষের শুরু, শুরুর শেষ”—এই মন্ত্র যেন নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রেরণা হয়ে উঠেছে। এগারোতম উৎসবের আলোয় বারোতম উৎসবের শুভ সূচনা হলো। প্রবাদপ্রতি অভিনেত্রী মহানায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন বাংলাআন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান শ্রী দাস, সম্পাদক বিশাল বিশ্বাস, বিশিষ্ট অভিনেত্রী সান্তনা বসু এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি অরুনীমা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে ১২তম ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এবারের থিম ঋত্বিক ঘটক—যিনি আমাদের সিনেমার ভাষাকে চিরস্মরণীয় করে গেছেন। উৎসবটি নতুন প্রতিভাকে আলোকিত করবে, চলচ্চিত্রকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং আমাদের গল্পকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

মুক্তধারা নাট্য উৎসব ২০২৬

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক ব্রাত্য বসুর উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় দমদম মতিঝিল পার্কে শুরু হল পাঁচদিনব্যাপী মুক্তধারা নাট্য উৎসব। উৎসবের প্রথম দিনের প্রথম নিবেদন হিসেবে মঞ্চস্থ হল আখড়াই দলের নাটক'দীঘি'।নিখুঁত ব্যবস্থাপনা ও আন্তরিক আতিথেয়তায় দর্শক ও নাট্যকর্মীরা মুগ্ধ। বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি ও তাঁদের উষ্ণ অভিনন্দনে স্নাত হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রাঢ় ভূমির লোকজ জীবনের এই অমর নাট্যরূপ।

এদিন দমদম মুক্তধারার আয়োজনে অনুষ্ঠিত পাঁচদিনব্যাপী সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন দমদমের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও নির্দেশক ব্রাত্য বসু। উৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই নাট্যপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। আপাতত কয়েকদিনের জন্য উত্তর কলকাতার নাট্যমোদীদের গন্তব্য দমদম—এ কথা বলাই যায়।

সম্পাদকীয়

একটি স্বপ্নের পথচলা OSF-এর ১৬ বছরের অনুপ্রেরণাময় যাত্রা ২০১০ সালের ১২ই জানুয়ারি—একটি তারিখ, যা শুধু ক্যালেন্ডারের পাতায় নয়, বহু স্বপ্নবাজ মানুষের হৃদয়ে আজও উজ্জ্বল। সেই দিন থেকেই শুরু হয় OSF-এর পথচলা। সীমিত সামর্থ্য, সীমাহীন স্বপ্ন আর অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলার শপথ নিয়ে জন্ম নিয়েছিল এই সংগঠন। দেখতে দেখতে কেটে গেল ১৬টি বছর—১৬টি বছর মানে শুধু সময়ের হিসাব নয়, এটা অভিজ্ঞতা, লড়াই, অর্জন আর অগণিত মানুষের গল্প।OSF কখনও কেবল একটি প্রোডাকশন হাউস হয়ে থাকতে চায়নি। শুরু থেকেই এই উদ্যোগের মূল দর্শন ছিল—নতুনদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের হাতে কাজ তুলে দেওয়া, তাদের স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনা। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, নতুনদের পথ দেখাতে পারলেই সমাজ আলোর দিশা পায়। আজ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে, একদিন আমরা নিজেরাও সেখানে ছিলাম না। তখন আমাদের হাত ধরেছিল যারা অভিজ্ঞ, সিনিয়র মানুষরা। সেই ঋণ শোধ করতেই আমরা নতুনদের নিয়েই পথ চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হয় ইন্দো বাংলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব—একটি স্বপ্নের আরও এক বড় বাস্তবায়ন। এই উৎসব শুধু চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মঞ্চ নয়, এটি সংস্কৃতি, ভাষা ও সৃষ্টিশীলতার এক মিলনক্ষেত্র। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিশ্বের নানা দেশ থেকে চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাঁদের কাজ নিয়ে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন। বহু নতুন নির্মাতা এই মঞ্চেই প্রথম আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। OSF বিশ্বাস করে—প্রতিভার কোনও জাত, ভাষা বা সীমান্ত নেই।পাশাপাশি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের সঙ্গে একাধিক প্রজেক্ট, নিয়মিত প্রোডাকশন কাজ—এই সবের মধ্য দিয়ে OSF নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে একটি বিশ্বাসযোগ্য নাম হিসেবে। আমাদের প্রোডাকশন হাউসে কাজ করেছেন বহু চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা-অভিনেত্রী। অনেকেই এখান থেকেই তাঁদের যাত্রা শুরু করে আজ নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। কারও প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো, কারও প্রথম পরিচালনা, কারও প্রথম অভিনয়—এই প্রথমগুলোর সাক্ষী হতে পারা আমাদের কাছে পরম প্রাপ্তি।শুধু চলচ্চিত্র নয়, OSF-এর কাজের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে ফ্যাশন শো, ক্যালেন্ডার ও ম্যাগাজিন শুট পর্যন্ত। FSFL ম্যাগাজিন এবং নিজস্ব ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আমরা নতুন মুখ, নতুন ভাবনা, নতুন সৃষ্টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই মাধ্যমগুলো হয়ে উঠেছে সৃষ্টিশীল মানুষদের আরেকটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম।

OSF-এর যাত্রাপথে সামাজিক দায়বদ্ধতা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমরা বিশ্বাস করি শিল্প শুধু বিনোদনের জন্য নয়, সমাজের জন্যও। তাই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। কারণ আলো শুধু মঞ্চে নয়, অন্ধকারে পৌঁছালেই তার সার্থকতা।এই পথচলায় যাঁরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আছেন ও থাকবেন—তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। OSF ছিল, আছে এবং থাকবে নতুনদের পাশে, নতুনদের সঙ্গে। কারণ আলো একা জ্বলে না—আলো ছড়িয়ে পড়লেই সত্যিকারের আলো হয়।

বি . সরকার জহুরী ২০২৬ ক্যালেন্ডার লঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি: এস গাঙ্গুলী কলকাতা বি. সরকার জহুরী তাদের 2026 সালের বার্ষিক ক্যালেন্ডারের উন্মোচন করেছে একটি জমকালো ফ্যাশন শো-এর মাধ্যমে, যা ঐতিহ্য, কারুশিল্প এবং আধুনিক ডিজাইনের উদযাপন করে। 6 জানুয়ারি সন্ধ্যা 7:00 টায় অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টটি ফ্যাশন, ঐতিহ্য এবং সূক্ষ্ম গহনার একটি মিশ্রণ ছিল, যা 1884 সালে প্রতিষ্ঠিত এই ব্র্যান্ডটিকে বাংলার অন্যতম প্রাচীন এবং সম্মানিত গহনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনরায় নিশ্চিত করেছে । ক্যালেন্ডার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কলকাতার শীর্ষস্থানীয় মডেলদের নিয়ে একটি বিশেষ ফ্যাশন শো আয়োজিত হয়েছিল, যা দুটি সুচিন্তিত বিভাগে উপস্থাপন করা হয়। প্রথম বিভাগে ব্র্যান্ডটির নতুন হালকা ওজনের, আধুনিক ডিজাইনার গহনার সংগ্রহ প্রদর্শন করা হয়, যা সমসাময়িক ডিজাইন ভাষার সাথে পরিশীলিত কমনীয়তার সমন্বয় ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে 2026 সালের ঐতিহ্যবাহী গহনার সংগ্রহ উন্মোচন করা হয়, যেখানে আরও সমৃদ্ধ, ভারী ডিজাইন ছিল যা ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি শাশ্বত জাঁকজমককে মূর্ত করে তুলেছে ।ব্র্যান্ডের মুখ এবং শো-স্টপার নুসরাত জাহান তার উপস্থিতি দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন, এবং শো-টিতে তারকাখ্যাতি ও সৌন্দর্য যোগ করেন। অনুষ্ঠানে মালিক শ্রী সরকার এবং জয়দীপ সরকার উপস্থিত ছিলেন, যারা অতিথিদের স্বাগত জানান এবং ব্র্যান্ডের যাত্রা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন । আপনি কি বি. সরকার জহুরী সম্পর্কে আরও জানতে চান? তাদের গহনার সংগ্রহ সম্পর্কে আরও তথ্য চান?

হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে আগামী মাসের ১১ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গ কুম্ভ স্নান মহোৎসবের আয়োজন হয়েছে

হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে আগামী মাসের ১১ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গ কুম্ভ স্নান মহোৎসবের আয়োজন হয়েছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি মাঘী সংক্রান্তি তিথিতে অমৃত স্নান যোগ। প্রায় সাতশ বছর পর ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে বঙ্গ কুম্ভ স্নান মহোৎসবের পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। এ বছর এই উৎসবের পঞ্চম বর্ষ। গতকাল ভারতীয় যাদুঘরে এক অনুষ্ঠানে উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে স্বামী নির্গুণানন্দ মহারাজ উৎসবের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। শক্তি-ভক্তি ও প্রকৃতির মেল বন্ধনের এই উৎসবে সকলকে সামিল হওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লোক ভবনের সি ও এস ডক্টর এস কে পটনায়েক, যাদুঘরের উপ অধিকর্তা ডক্টর সায়ন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

কবিতা ও সাহিত্য

স্মৃতির পাতায় --- বিক্রম দেব সেনগুপ্ত

শহরে হঠাৎ স্মৃতি চলাচল,
রাস্তা তাই ভিড়ে জমে গেছে।
এত কিছু হারিয়ে সবই যেন,
আকাশও আজ অস্তরাগে।
পাশ কাটিয়ে কত অচেনা মুখ,
সবার যেন ভীষণ ভাবে তাড়া।
কারো ফোনে ভালবাসা কারো অসুখ
শুধু আমিই দাঁড়িয়ে আছি দিশেহারা।
সবাই যেন ছুটছে কেউ জানে না,
কোথায় যে তাদের গন্তব্য।
আমি শুধুই পথ হারাই খুঁজি কাকে,
সবাই থেকেও কেউ নেই ভাবের বক্তব্য।
এই শহরের ভিড়ে আমি একা,
পাইনা ছুঁতে পাইনা যে তাঁর দেখা।
তাই এই জনমে আর কিছু না চাই,
শুধু পরের জনমে যদি তোমায় পাই।
পরের জনমে যখন বয়স আঠারো বছর,
ঠিক আবার প্রেমে পড়বো তোমার করে দৃষ্টিগোচর।
এইবার হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে,
এসেও স্মৃতির রাস্তায় মিশে গেছে।

বাঁচার মন্ত্র অরুণিমা চ্যাটার্জী

আমার দু-চোখ স্বপ্ন দেখে, পৃথিবী যেন জাহাজ বাড়ি,
অন্তবিহীন জলের বুকে, ভাসছে দেখো আড়াআড়ি!
মুকুটহীন রাজার মতো, কালচক্র সাক্ষী থাকে,
মহাকালের হিসেব যতো, যত্নে সময় হিসেব রাখে।

ভারসাম্য টলোমলো, পৃথিবী জাহাজ তাইতো ফুটো,
প্রকৃতির কি দোষ যে বলো? ভাসছে জলে খড়ের কুটো।
রাগছে আকাশ, ফুঁসছে বাতাস, কাঁদছে পৃথি দারুণ ত্রাসে,
রোষানলে করছে প্রকাশ, সময় রাজা মৃদু হাসে।

এক ঘটি জল তৃষ্ণা মেটায়, ঘাঁটাও কেন সিন্ধু নদী!
শাখাচ্যুত ফুলের ব্যথায়,অশ্রু ঝরাও একটু যদি,
রুষ্ট পৃথি শান্ত হবে, বন্যা প্লাবন সরে যাবে!
এই পৃথিবী স্বর্গ হবে, জলের ছায়া কথা কবে।

পদ্মকলি ফুটছে যতো, প্রজাপতি মেলছে ডানা
চাঁদ তারারা হাসছে ততো, বিষাদ ভুলে কাঁদার মানা।
প্রকৃতি পূজার ছিল রেওয়াজ, ঘাঁটিও না ঐ বনবীথি,
বন্য আবেগ তুলুক আওয়াজ, শাশ্বত এই বাঁচার রীতি।

এভাবেই বাঁচা– অরিজিৎ ঘোষ

মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে শেখেনি, জানেও না,
চাওয়া পাওয়ার ঘোরালো প্যাঁচে মানুষ মানুষ খায়,
মিথোজীবীতার ছিটেফোঁটাও লক্ষণ নেই, নির্যাস নেই,
শুধু খাই খাই বাতিক, একা খাই, সব খাই,
লুটেপুটে শেষ করে দেব পৃথিবী ছাড়ার আগে,
মনে হয় এবার আকাশটারও বিষম বিপদ
বেলেল্লাপনার জঞ্জালে ভরিয়ে দেবে ঠিক,
যত্রতত্র সেই তো চিত্রপট, ক্ষয়িষ্ণু দিনরাতের গল্প,
নাটুকে জীবনে শুধু ভোগ বিলাসের রঙিন মানচিত্র,
যান্ত্রিক ষড়যন্ত্রে ও আবেশের দুষ্টচক্রে সব চিৎপাত, খামখেয়ালিপনাতেও ভালো কিছু আর করা হয়ে ওঠে না,
এই সন্ধিক্ষণে সমস্ত গাছের ফলও বিষাক্ত,
যাই খাবে শুধু বদহজম, নিঃশব্দ চাবুকের চুম্বনে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে তোমার পিঠ,তবু বেঁচেই আছো,
ঘ্যানঘ্যানে এক সুরে বেজে চলেছে জীবনের নীরস
দোতারা...আনন্দলহরী...খমক...গুবগুবী...
কখন ছিঁড়বে তার নাই কোনো ঠিক নির্ঘাত...
মানুষের এক জ্যান্ত রোগ আছে, স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে,
আর সেই নিয়ে জীবনে কিছু আনন্দের ডট,
ক্যানভাস থেকে পরে যেকোনো সময় হঠাৎ সব উধাও,
সত্যি মাথার উপর খোলা আকাশটা না থাকলে
আমরা বাঁচতেও পারতাম না...

যন্ত্রণাকে ভাষা দেওয়া এক অনন্য চলচ্চিত্রকার

বাংলা চলচ্চিত্রে কিছু নাম শুধু নির্মাতা নন, তাঁরা একটি সময়ের বিবেক। ঋত্বিক কুমার ঘটক ঠিক সেই বিরল শিল্পীদের একজন। যাঁর সিনেমা দেখলে গল্পের চেয়ে বেশি শোনা যায় মানুষের দীর্ঘশ্বাস, যন্ত্রণার আর্তনাদ আর ভাঙা দেশ–ভাঙা জীবনের নীরব কান্না।

১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর, তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় জন্ম ঋত্বিক ঘটকের। শৈশব থেকেই সাহিত্য, নাটক ও সংগীতের পরিবেশে বড় হওয়া। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগ তাঁর জীবনকে আমূল বদলে দেয়। জন্মভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় আসা—এই অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পীসত্তার কেন্দ্রে চিরস্থায়ী ক্ষত হয়ে থেকে যায়।ঋত্বিক নিজেই বলেছিলেন—“আমি সিনেমা বানাইনি দেশভাগ নিয়ে, দেশভাগ আমাকে বানিয়েছে।”থিয়েটার থেকে ক্যামেরার ভাষায় কলকাতায় এসে তিনি যুক্ত হন Indian People’s Theatre Association (IPTA)-র সঙ্গে। নাট্যকার, নির্দেশক ও লেখক হিসেবে তাঁর সৃজনশীলতার ভিত তৈরি হয় এই পর্বে। এখান থেকেই জন্ম নেয় তাঁর রাজনৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা পরে ক্যামেরার ফ্রেমে নতুন ভাষা পায়।প্রথম ছবি, অথচ অদেখা ১৯৫২ সালে তৈরি হয় ঋত্বিক ঘটকের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘নাগরিক’। মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ও অস্তিত্বের টানাপোড়েন নিয়ে তৈরি এই ছবি তখনকার সময়ের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিল। ফলত আর্থিক সংকট ও পরিবেশকের অভাবে ছবিটি মুক্তিই পায়নি।মৃত্যুর এক বছর পরে, ১৯৭৭ সালে ‘নাগরিক’ মুক্তি পেয়ে প্রমাণ করে—ঋত্বিক তাঁর সময়ের অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন।

১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যু হয়। জীবদ্দশায় আর্থিক সংকট, অসুস্থতা ও অবহেলা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরেই তিনি হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। আজ তিনি সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের ত্রয়ী স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত।ঋত্বিক ঘটক শিখিয়ে গেছেন—সিনেমা শুধু বিনোদন নয়, এটি প্রতিবাদ, ইতিহাস ও মানবিকতার দলিল।আজও তাঁর ছবির ফ্রেমে ধ্বনিত হয় একটাই প্রশ—ভাঙা মানুষের জন্য শিল্প কতটা দায়বদ্ধ

রায়া দেবনাথ অডিটোরিয়ামে 'সতীশ' এবং 'কিছু বলব বলে' চলচ্চিত্র প্রদর্শন

নির্মাল্য বিশ্বাস পরিচালিত দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'কিছু বলব বলে' এবং 'সতীশ' প্রদর্শিত হল রায়া দেবনাথ অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রী সদ্যোজাত, অরুণিমা চ্যাটার্জী, অতনু নন্দী, মৌতৃষা চৌধুরী এবং সুপ্তা আঢ্য। রেওয়া ফিল্ম প্রোডাকশন হাউসের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্মানিত করেন মানস ঘোষ ও কৌশিক মিত্র। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন মণিদীপা চক্রবর্তী। 'সতীশ' এবং 'কিছু বলব বলে' ফিল্ম দুটোর কলাকুশলীদের সম্মানিত করা হল। 'কিছু বলব বলে' ফিল্মের কাহিনীকার ও অভিনেত্রী মৌসুমী ঘোষ দাস সহ ওই ফিল্মের অন্যান্য টিম মেম্বারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শুভজিৎ দাস, করবী চট্টোপাধ্যায়, অরুণাংশু চট্টোপাধ্যায়, মোনালিসা চক্রবর্তী, সৈকত মাজি ও সুবীর মন্ডল। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে নির্মিত 'সতীশ' ফিল্মটির চিত্রনাট্যকার এবং অভিনেতা শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য সহ উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা পার্থ বাগচী ও হারাধন দুয়ারী। রেওয়া ফিল্ম প্রোডাকশন হাউস এবং টেক টাচ এন্টারটেইনমেন্টের উদ্যোগে পুজোর ব্যানার শ্যুটে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সম্মানিত করা হল। সম্মাননা প্রাপকরা হলেন অরুণিমা চ্যাটার্জী, অভিজিৎ বারুই, নন্দিতা বারুই, সৌম্যদীপ্তা দে, দেবযানী সিংহ, অদৃজা সিংহ, মনিকা ঘোষ, আরুশ সরকার, তিস্তা গোস্বামী। নির্মাল্য বিশ্বাস ও অরুণিমা চ্যাটার্জী পরিবেশন করেন একটা শ্রুতি নাটক। উপস্থিত দর্শকগণ সমগ্র অনুষ্ঠানটি দারুণ উপভোগ করেন।

এক পৃষ্ঠার পর

প্রশংসিত চলচ্চিত্র নির্মাতা শুভেন্দু ঘোষ পরিচালিত বহুল প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র “সচ কি খোঁজ”-এর একটি বিশেষ প্রদর্শনী সম্প্রতি আইলিড অডিটোরিয়ামে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রী, চলচ্চিত্রপ্রেমী এবং চলচ্চিত্রের সৃজনশীল দলের সদস্যদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।সচ কি খোঁজ কেবল একটি চলচ্চিত্র নয়—এটি পরিবার, সম্পর্ক, মূল্যবোধ ও প্রতিশ্রুতির প্রতি ভালোবাসার এক আবেগঘন ও চিন্তাশীল প্রকাশ। চলচ্চিত্রে প্রবীণ অভিনেতা প্রদীপ চোপড়া অসাধারণ অভিনয় উপহার দিয়েছেন এবং কাস্টের প্রতিটি সদস্য আন্তরিকতা ও গভীরতার সঙ্গে নিজ নিজ চরিত্রে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।দশকের পর দশক ধরে প্রদীপ চোপড়া তাঁর শক্তিশালী অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের অনুপ্রাণিত করে আসছেন। বিফোর ইউ ডাই-এ কাব্যের পিতা এবং কুসুম কা বিয়াহ-এ কুসুমের দাদার চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয়ের পর, তিনি সচ কি খোঁজ-এ ফিরে এসেছেন এক ৭৫ বছর বয়সী সাধারণ মানুষের ভূমিকায়। এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রে তার অন্তর্জগৎ, জীবনবোধ, মূল্যবোধ এবং আবেগের সূক্ষ্ম দিকগুলো উন্মোচন করে।চলচ্চিত্রটি তুলে ধরে যে সত্য বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু কখনও ধ্বংস হয় না। এটি এক শক্তিশালী বার্তা দেয়—যখন একজন মানুষও সত্য অনুসন্ধানের সাহস দেখায়, তখন পরিবর্তন সম্ভব হয়।

ওম স্বস্তি ফিল্মস-এর ১৬ বছরে ১৬ ছবি নীলদর্পণ সভাকক্ষে বিশেষ প্রদর্শনী

উত্তর ২৪ পরগনা: বাংলা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নিরলস পথচলার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করল ওম স্বস্তি ফিল্মস। দেখতে দেখতে ১৫ বছর অতিক্রম করে সংস্থাটি ১৬ বছরে পা রাখল। এই উপলক্ষে গত ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, রবিবার, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নীলদর্পণ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠান, যেখানে সংস্থার ১৬ বছরের যাত্রাপথের ১৬টি চলচ্চিত্র একসঙ্গে প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয় স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ‘আবার সহজ পাঠ’, যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী দ্বারা অনুপ্রাণিত। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, দা রুল সংলাপ ও নির্দেশনায় অশোকা চক্রবর্তী, চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় পার্থ রক্ষিত, এবং নৃত্য নির্দেশনায় রুশা চক্রবর্তী যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও প্রদর্শিত হয় ‘একটি সকালের গল্প’, যেখানে শিশির মজুমদারের শিল্প নির্দেশনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগীত প্রধান স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে ছিল বিক্রম দেব সেনগুপ্তের মিউজিক্যাল শর্ট ফিল্ম ‘আগমনী সুর’।’, যেখানে উর্মি ও বিক্রম দেবের অভিনয় দর্শকদের নজর কাড়ে। প্রদর্শনীতে স্থান পায় অশোকা চক্রবর্তী পরিচালিত ‘নবদিশা (অর্থাৎ নতুন দিশা)’। সাহিত্যনির্ভর চলচ্চিত্র হিসেবে দেখানো হয় নমিতা ফিল্মসের নিবেদনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে সতীস নির্মাল্য বিশ্বাসের পরিচালিত ছবি। এছাড়াও ছিল কুশল সিনহা রায় পরিচালিত ‘বিপন্ন’। বাদল সরকারের গল্প, চিত্রনাট্য ও নির্দেশনায় নির্মিত ‘পিতা কী’ এবং তাঁরই আর একটি ছবি ‘পরিযায়ী’ দর্শকদের মধ্যে গভীর ভাবনার সঞ্চার করে।ডক্টর প্রদীপ কুমার দাস পরিচালিত ‘আড়ি আড়ি আড়ি’ এবং ‘হারিয়ে খুঁজি’—এই দুটি অনবদ্য গল্পও প্রদর্শনীতে বিশেষ গুরুত্ব পায়। ভিন্ন ধারার এক শক্তিশালী গল্প হিসেবে প্রদর্শিত হয় জয়দেব ভট্টাচার্যের ‘আব্দুল’। এছাড়াও জ্যোতি টেলি মিডিয়া নিবেদনে, জ্যোতি দেওয়ানের নির্দেশনায় ‘শান্তিপুরের ডাইনি’ এবং নির্মাল্য বিশ্বাসের পরিচালনায় ‘কিছু বলবো বলে’ প্রদর্শিত হয়।এছাড়াও জ্যোতি টেলি মিডিয়া নিবেদনে, জ্যোতি দেওয়ানের নির্দেশনায় ‘শান্তিপুরের ডাইনি’ এবং নির্মাল্য বিশ্বাসের পরিচালনায় ‘কিছু বলবো বলে’ প্রদর্শিত হয়।

Publisher :FSFL MAGAZINE Published from BARASAT,and Printed form Mantradnp
Owner: Sree DAS (Raju) ,Graphics Editor :Bishal Biswas,N/92, Ekdil Sha Road, Barasat, Kolkata-7000125, Contact No. : 8013183765 / 9674933641 l Email :- cinemasahitto@gmail.com